॥ মুখবন্ধ ॥

শরৎ-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী তারাশঙ্কর। শুধু কথাশিল্পীই নন। তিনি আবার নাট্যকারও। বাংলা নাটকের বিকাশে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

স্নাতক-পর্যায়ে সাহিত্য-অধ্যয়নের সূত্রে তারাশঙ্করের সাহিত্যের প্রতি আমার প্রথম আগ্রহ জাগে। এ-সূত্রে কথাশিল্পী অধ্যাপক দেবেশ রায়ের ভূমিকার কথা স্মরণ করি। 'ধাত্রীদেবতা' আলোচনা-সূত্রে তিনিই তারাশঙ্করের রচনার প্রতি আমায় আগ্রহী ক'রে তোলেন। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছোটগল্প ও উপন্যাস নিয়ে বিস্তৃতভাবে অধ্যয়নের সময় এই আগ্রহ আরো বেড়ে যায়।

কর্মজীবনে প্রবেশের পর স্নাতক-পর্যায়ে কথাসাহিত্য বিষয়ে অধ্যাপনার সূত্রে তারাশঙ্কর ও তাঁর কাল সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অধ্যয়নের সুযোগ ঘটে। অগ্রজ-প্রতিম অধ্যাপক ড: অশ্রুকুমার সিকদার তারাশঙ্করের রচনাকর্মের একটি অনালোচিত দিকের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারাশঙ্কর ছিলেন অত্যন্ত অতৃপ্ত শিল্পী। বাংলা সাহিত্যে তাঁর শৈল্পিক অতৃপ্তির সঙ্গে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের শৈল্পিক অতৃপ্তির তুলনা চলে। কিছু গল্প লেখার পর তারাশঙ্কর তৃপ্ত হ'তে পারেন নি। সেক্ষেত্রে তিনি গল্পগুলি বিভিন্ন সময়ে পুনর্লেখনে ব্রতী হয়েছেন। গল্পগুলি বীজের মতো ডালপালা মেলে উপন্যাসের আদল নিয়েছে। কখনো গল্প বা উপন্যাস রূপান্তরিত হয়েছে নাটকে। কখনোবা ক্ষুদ্র উপন্যাস পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে বৃহৎ উপন্যাসে। তারাশঙ্করের সাহিত্যে এই রূপান্তরের দিকটির প্রতি ড: সিকদার আমায় কৌতূহলী ক'রে তোলেন এবং এ-বিষয়ে গবেষণা-কর্মে ব্রতী হওয়ায় অনুপ্রাণিত করেন।

১৯৯০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আমায় তিন বছরের জন্য ফেলোশিপ মঞ্জুর করেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড: অশ্রুকুমার সিকদারের তত্ত্বাবধানে তারাশঙ্করের সাহিত্যে রূপান্তরের প্রকৃতি

নিয়ে গবেষণায় ব্রতী হই। ডঃ সিকদারের স্নেহ ও সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হ'তো না— একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি।

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকের সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি। অধ্যাপক প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য তারাশঙ্করের সাহিত্য-সংক্রান্ত কিছু জটিল প্রশ্নের সমাধানে সহায়তা করেছেন তাঁর মূল্যবান ও সুচিন্তিত আলোচনার মাধ্যমে। আমার শিক্ষক, কথা-সাহিত্যিক দেবেশ রায় উপন্যাসের ফর্ম সংক্রান্ত কিছু জটিল সমস্যা নিরসনে সাহায্য করেছেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শিবেশ চট্টোপাধ্যায় তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাস সম্পর্কে কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পূজনীয় ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ীর সঙ্গে আলোচনায় উপকৃত হয়েছি। বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ডঃ পুণযকুমার কুণ্ডু ও ডঃ অপেক্ষার ভট্টাচার্য নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সকৃতজ্ঞ চিত্তে সেকথা স্মরণ করি।

তারাশঙ্করের প্রয়াণের দু'দশক বাদে আমার গবেষণার সূচনা। ফলে তাঁর ব্যক্তি-জীবন-বিষয়ক আলোচনায় তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনার উপরই প্রধানত নির্ভর করতে হয়েছে। তারাশঙ্করের জীবন-সম্পর্কিত নানা তথ্য যুগিয়ে সহায়তা করেছেন লেখকের পুত্র পূজনীয় শ্রীযুক্ত সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কন্যা পূজনীয়া শ্রীযুক্তা গঙ্গা মুখোপাধ্যায়। লেখকের পৌত্র, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিমাদ্রিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও বহু অজ্ঞাত তথ্য সরবরাহ করেছেন। সহযোগিতা করেছেন কবির দৌহিত্র দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও দৌহিত্রী অধ্যাপিকা কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়। এঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। অগ্রজ-প্রতিম অধ্যাপক প্রনয়কুমার মজুমদারের মাধ্যমে এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। তাঁর কথাও এ-সূত্রে স্মরণ করি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার, বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি কলেজ গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দের সহযোগিতা

ছাড়া এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হ'তো না। তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী (কলকাতা)-র কর্ণধার শ্রীযুক্ত সন্দীপ দত্তকে। বহু দুষ্প্রাপ্য পত্রপত্রিকা তিনি খুঁজে দিয়েছেন অথবা ফটোকপি ক'রে দিয়েছেন। 'শনিবারের চিঠি'-র কিছু দুষ্প্রাপ্য সংখ্যা যোগাড় ক'রে দিয়েছেন সজনীকান্ত-পুত্র শ্রীযুক্ত রঞ্জন কুমার দাশ। তাঁর প্রতিও আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমার অগ্রজ, কবি বেণু দত্তরায় আমায় চিরদিন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেছেন। বর্তমান গবেষণার প্রতি প্রথম থেকেই তিনি আগ্রহী ছিলেন। অনেক সতীর্থ ও সুজনের প্রেরণাও আমার গবেষণার নেপথ্যে বিদ্যমান। বিশেষভাবে উল্লেখ্য শিলিগুড়ি কলেজের বাংলা বিভাগের সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দের সহায়তার কথা। ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের ছোট করব না।

সাংসারিক বিবিধ জটিল সমস্যার মধ্যেও গবেষণার উপযোগী পরিবেশ রচনা ক'রে দিয়েছেন শ্রীমতী সংঘমিত্রা দত্তরায়। শ্রীমতী সংযুক্তা দত্তরায় নানাভাবে সাহায্য করেছে। এদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক একান্ত ব্যক্তিগত। তাই কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন ওঠে না।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন শ্রী অশোক পাল। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

তারিখ —

২৫.২.৯৪.

সঞ্জীবন দত্তরায়।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়,
শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ৪০১।